পিসিআর না পাওয়ার কারণে সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের পরিবর্তে প্রকল্প বাস্তবায়ন সার-সংক্ষেপ

(সমাপ্তঃ জুন ২০১৫)

১। প্রকল্পের নাম: জুডিশিয়াল স্টেংদেনিং প্রজেক্ট (জাস্ট)

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়:আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৪। অনুমোদিত ব্যয়:

মোট	টাকা	পিএ	দাতা সংস্থা
৩৩৬২.০০	৩৩৬২.০০	৩২৪০.০০	ইউএনডিপি

৫। বাস্তবায়ন কাল:	আরম্ভ	সমাপ্তি
মূল	০১.০৭.২০১২	৩০.০৬.২০১৫
সর্বশেষ সংশোধিত	-----	-----
প্রকৃত	০১.০৭.২০১২	৩০.০৬.২০১৫

৬। প্রকল্প এলাকা: বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

৭। উদ্দেশ্য :প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল-

ক। উত্তম বিচারিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মামলা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন সাধণ;

খ। মামলা জট কমানোর জন্য সুপ্রিম কোর্টের কৌশলগত পরিকল্পনা এবং প্রশাসনিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

গ। নির্বাচিত পাইলট জেলা সমূহে আদালত ব্যবহারকারীদের জন্য উত্তম মামলা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ও উন্নত সেবা প্রদান বৃদ্ধিকরণ;

এবং

ঘ। মামলা ব্যবস্থাপনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

৮। প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায় :প্রকল্পটি ০২/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৯। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম: আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে সুপ্রিমকোর্ট ও ৩ টি জেলা কোর্টের কেইস ব্যবস্থাপনায় সহায়তা প্রদানসহ এ সকল কোর্টের কোর্ট পারসোনেলদের সক্ষমতা ও দক্ষতার উন্নয়ন করা। মামলার দীর্ঘসূত্রতার কারণসমূহ চিহ্নিত করে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী কর্ম কৌশল প্রণয়নসহ আইসিটিএস সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে কোর্ট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিরে সংস্কার সাধন করা। এর ফলে সামগ্রিক বিচার ব্যবস্থায় প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং একটি কার্যকরী বিচার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভবহ বে।

১০। প্রকল্প পরিদর্শন : পিসিআর না পাওয়ায় পরিদর্শন করা হয় নি।

১১। সুপারিশ: পরিদর্শন না করায় প্রতিবেদন প্রনয়ণ ও সুপারিশ করা হয়নি।

১২। ৩৩৬২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের একটি প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন ২ (দুই) বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আইএমইডিতে প্রেরণ না করার কারণে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অস্পষ্ট রয়ে গেছেঃ

১২.১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা বা হয়ে থাকলে কত ভাগ হয়েছে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি;

১২.২। প্রকল্পটির কার্যক্রম প্রকল্পে নির্ধারিত কম্পোনেন্টওয়ারী সঠিকভাবে অর্জিত হয়েছে কিনা তা জানা সম্ভব হয়নি;

১২.৩। প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ৩৩৬২.০০ লক্ষ টাকা সঠিকভাবে ব্যয়িত হয়েছে কি না বা ব্যয়ে কোন রূপ ব্যত্যয় হয়েছে কিনা তা নিরূপন করা সম্ভব হয়নি;

১২.৪। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম PPA/PPR এর আলোকে সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করা সম্ভবহ য়নি; এবং

১২.৫। বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট এবং সেই সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কেন সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রনয়ণ করে প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষনার পরবর্তী ৩ মাসের মধ্যে প্রেরণের নিয়ম থাকলেও তা অদ্যাবধি আইএমইডিতে প্রেরণ করেনি তার কারণ জানা যায়নি।

১৩। আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট মনিটরিং সেক্টর হতে সাধারণ চিঠি প্রেরণ, ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি ও টেলিফোনে যোগাযোগ/ অনুরোধ করা সত্ত্বেও পিসিআর প্রেরণে এরূপ নির্লিপ্ততা পরিকল্পনা শৃঙ্খলা পরিপন্থী।